সংবাদ

তারিখ 21 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৭ কলাম

ফিচার

কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের প্রতি সরকারের অবহেলা

জ্ঞান বিস্তারে ও শিক্ষার মানোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের মধ্যে একাডেমিক গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সর্বাধিক। তাই উন্নত দেশগুলো স্কুল পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত গ্রন্থাগার রয়েছে। সেখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সব ধরনের সাহায্য গ্রন্থাগার থেকেই পেয়ে থাকে। আর এসব গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য রয়েছে উচ্চ বেতনভুক্ত নানা পদমর্যাদার পেশাদার গ্রন্থাগারিক। সেসব দেশে গ্রন্থাগারিকের পেশা বেশ আকর্ষণীয় এবং মর্যাদাসম্পন্ন। আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া স্কুল ও কলেজে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের অবস্থা বড়ই করুণ। বিশেষ করে বেসরকারি ডিগ্রি কলেজের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকরা চরম অবহেলার শিকার। শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য কলেজ ভবনের এক কোণে আলো-বাতাসহীন একটি কক্ষকে গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করে তাতে কিছু টেবিল-বেঞ্চ, কয়েকটি বুকশেলফ আর শতাধিক অপ্রয়োজনীয় বই রাখা হয়। ফলে গ্রন্থাগারটি শিক্ষার্থীদের তেমন কোন কাজে আসে না। অন্যদিকে এমন গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য সরকারি বিধি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী পেশাদার গ্রন্থাগারিককে নিয়োগ দেয়া হয়। যেহেতু গ্রন্থাগারগুলোতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অভাবসহ সার্বিক অবকাঠামোও ভাল নয়, তাই এসব গ্রন্থাগারিকের অর্জিত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ গ্রন্থাগারে প্রয়োগের কোন প্রয়োগ নেই। আর রয়েছে গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদোন্নতিজনিত সমস্যা। একই বেতনে এবং একই পদে তাদের আজীবন চাকরি করতে হয়।

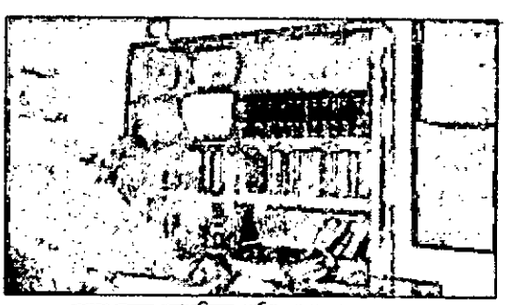

একজন গ্রন্থাগারিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশেষ বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদায় কলেজ গ্রন্থাগারিক পদে যোগ দেন (বেতন স্কেল ৬৮০০ টাকা)। বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করে কলেজ প্রভাষকরাও একইভাবে একই পদমর্যাদার নিয়োগ লাভ করেন (বেতন স্কেল ৬৮০০ টাকা): পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে নিয়মানুযায়ী প্রভাষকদের বেতন ও পদোন্নতি ঘটে। কিন্তু কলেজ গ্রন্থাগারিকদের 'বেতন স্কেল ও পদ চাকরির প্রথমে যা ছিল চাকরির শেষেও তাই বহাল থাকে। সরকারি কলেজের গ্রন্থাগারিকদের অবস্থাও একই রকম। সেখানে গ্রন্থাগারের অবস্থা কিছুটা ভাল। তবে সামান্য কিছু সুযোগ-সুবিধা ছাড়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন স্কেল ও পদোন্নতি বেসরকারি ডিগ্রি কলেজ গ্রন্থাগারিকদের মতোই অপরিবর্তনীয়।

ফলে সারাদেশে প্রায় ১৫শ' ডিগ্রি কলেজ গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে আজ প্রচণ্ড হতাশা বিরাজ করছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত বেসরকারি ডিগ্রি কলেজ শিক্ষকদের চাকরির রেগুলেশনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন : ১৯৯২, ধারা ২(ঙ) বলা হয়েছে-'গ্রন্থাগারিক, প্রদর্শক ও শারীরিক শিক্ষকও শিক্ষক বলিয়া গণ্য হইবেন।' ওই আইনে ডিগ্রি কলেজ গ্রন্থাগারিকদের শুধু পদমর্যাদার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে কিন্তু তাদের বেতন ভাতা ও পদোন্নতি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে আজ পর্যন্ত সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

গ্রন্থ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক একই সূত্রে গাঁথা। একটিকে অবহেলা করে অন্যটির মূল্যায়ন সম্ভব নয়। সরকার বছর বছর ঘটা করে গ্রন্থবর্ষ পালন করে। কিন্তু কলেজ গ্রন্থাগারগুলোকে যুগোপযোগী করে ঢেলে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে না। গ্রন্থাগারিকদের সম্মানজনক বেতন ও পদোন্নতিজনিত সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে না। রবার্ট রস বলেছেন, 'কোন দেশকে ধ্বংস করতে হলে প্রথমে তার গ্রন্থাগারগুলো ধ্বংস করে দাও।'

মীর্জা আব্বাস মহিলা ডিগ্রি কলেজের গ্রন্থাগারিক সরকার সেলিনা রহমান ডিগ্রি কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা প্রসঙ্গে বলেন, কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকরা কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলার শিকার। সরকার প্রায়ই গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করে অথচ কলেজ গ্রন্থাগারের দুরবস্থা দূর করতে কোন পদক্ষেপ নেয় না। কলেজ গ্রন্থাগারগুলোতে প্রয়োজনীয় বই-পুস্তক না থাকায় তা শিক্ষার্থীদের কোন আকর্ষণ করে না। শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারমুখী করতে হলে গ্রন্থাগার ঢেলে সাজাতে হবে এবং গ্রন্থাগারকে ১০০ নম্বরের একটি বিষয়ে পরিণত করতে হবে। গ্রন্থাগারে উপস্থিতি এবং গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য এ নম্বর দেয়া যায়। গ্রন্থাগারে লোকবল বাড়াতে হবে। গ্রন্থাগারিকদের বেতন-ভাতা ও পদোন্নতি সমস্যার আশু সমাধান করতে হবে। কলেজ গ্রন্থাগারিক একটি মর্যাদাসম্পন্ন পেশা হওয়ায় বহু শিক্ষিত নারী এ পেশায় যুক্ত রয়েছেন। কিন্তু বেতন-ভাতা ও পদোন্নতি না থাকায় আজ তাদের মধ্যে প্রচণ্ড হতাশা বিরাজ করছে।

ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার শহীদ স্মৃতি আদর্শ কলেজের গ্রন্থাগারিক স্বপন কুমার সাহা কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা প্রসঙ্গে বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের অবহেলার সবচেয়ে বড় নজির হচ্ছে বেসরকারি কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকরা। কলেজ গ্রন্থাগারে প্রয়োজনীয় বই পুস্তকের অভাবের কারণে এবং অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকায় বেশিরভাগ শিক্ষার্থী গ্রন্থাগার ব্যবহার করে না : শিক্ষার মান বাড়াতে হলে ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগারমুখী করতে হবে। প্রয়োজনীয় বই পুস্তক ও কম্পিউটারসহ আধুনিক শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। গ্রন্থাগারে লোকবল বাড়াতে হবে আর গ্রন্থাগারিকদের অপরিবর্তনীয় বেতন-ভাতা ও পদোন্নতিজনিত সমস্যার সমাধান করতে হবে। শুধু শিক্ষকের মর্যাদা নিয়ে এ বাজারে সংসার চালানো সম্ভব নয়। যেহেতু একজন প্রভাষকের সমযোগ্যতায় এবং সমান বেতনে একজন গ্রন্থাগারিককে নিয়োগ দেয়া হয়, তাই পরবর্তী ধাপে তার বেতন ও পদোন্নতি সেভাবে বৃদ্ধির বিধান রাখা উচিত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে শুধু এ বিধান লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে তাদের কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না।

একজন কলেজ গ্রন্থাগারিককে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যাচ্ছে

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলী আকবর ডিগ্রি কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা প্রসঙ্গে বলেন, উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা অনেক সমস্যা পেয়েছি, তার মধ্যে এটি অন্যতম, আমরা এ সমস্যা সমাধানে সাধ্যমত সবকিছু করছি। সরকার শিক্ষা খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে। অথচ বেসরকারি কলেজ গ্রন্থাগারগুলোর মানোন্নয়নে তেমন কিছু করছে না। গ্রন্থাগারের উন্নতি ছাড়া শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন সম্ভব নয়। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদোন্নতিজনিত সমস্যা সমাধানের জন্য আমরা শিক্ষামন্ত্রী, সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় কমিটির সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মুখ্য সচিবের সঙ্গে দেখা করেছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা আমাদের এসব দাবি-দাওয়া পূরণের আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা আলোর মুখ দেখেনি। তাই আমরা এখন মিছিল, মিটিং, অনশন, সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আশা করি গ্রন্থাগারিকরা এসব কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবেন।

❑ স্বপন কুমার দাস